

ॐ पाणिनीय शिक्षा (वृद्धपाठः) - বাংলা লিপিতে অর্থসহ

(Pāṇinīya Śikṣā - Vṛddhapāṭhaḥ)

সূত্র সংখ্যা	সংস্কৃত সূত্র (বাংলা লিপি)	বাংলা অর্থ (Meaning)
১	আকাশবায়ুপ্রভবঃ শরীরাসমুচ্চরন্ বক্ত্রমুপৈতি নাদঃ । স্থানান্তরেসু প্রবিভজ্যমানো বর্ণত্রয়াগচ্ছতি যঃ স শব্দঃ ।	নাদ (ধ্বনি) যা আকাশ (শূন্য) ও বায়ু থেকে উৎপন্ন হয়ে শরীর থেকে বেরিয়ে মুখ পর্যন্ত পৌঁছায়। সেই নাদই যখন বিভিন্ন উচ্চারণ স্থানে বিভক্ত হয়, তখন বর্ণ (অক্ষর)-এর রূপ নেয় এবং তাকেই শব্দ বলা হয়।
২	তমক্ষরং ব্রহ্ম পরং পবিত্রং গুহ্যশয়ং সম্যগুশন্তি বিপ্রাঃ । স শ্রেয়সা চাত্যুদয়েন চৈব সম্যক্ প্রযুক্তঃ পুরুষঃ যুনক্তি ।	বিদ্বানগণ সেই অক্ষরকে পরম ব্রহ্ম, পবিত্র, এবং হৃদয়-গুহ্য স্থিত বলেন। সেই অক্ষর (বর্ণী) যখন সঠিকভাবে উচ্চারিত হয়, তখন মানুষকে শ্রেয়স (কল্যাণ) এবং অভ্যুদয় (সাংসারিক উন্নতি) উভয়টির সঙ্গে যুক্ত করে।
৩	স্থানমিদং করণমিদং যন্ত এষ দ্বিধানিঃ। স্থানং পীড়য়তি বৃত্তিকারঃ প্রক্রম এষোৎথ নাভিতলাৎ ।	এটি স্থান, এটি করণ, এটি প্রযন্ত্র, এবং এটি দুই প্রকারের বায়ু (স্বা স)। বৃত্তিকার বলেন যে এটি স্থানকে পীড়িত করে। এই প্রক্রিয়া নাভিতল থেকে শুরু হয়।
৪	স্থানকরণপ্রযন্ত্রপরেভ্যো বর্ণপ্রতিষ্ঠিঃ ।	স্থান, করণ ও প্রযন্ত্র সাপেক্ষে ত্রিষট্টি (৬৩) টি বর্ণ (অক্ষর) হয়।
৫	চতুষ্টয়িতিত্ব্যে ।	চৌষট্টি (৬৪) টি বর্ণ হয়— এমন মতও কেউ কেউ পোষণ করেন।
৬	তত্র বর্ণানাং কেশাং কিং স্থানাং কিং করণং প্রযন্ত্রশ্চ তে, দ্বিধা বিভজ্যন্তে ।	সেই বর্ণগুলির মধ্যে কোন কোনটির কী স্থান, কী করণ এবং কোন কোনটির কী প্রযন্ত্র, তা দুই ভাগে বিভক্ত করে বলা হচ্ছে।

॥ ১. স্থানপ্রকরণম্ ॥ (Sthāna-Prakaraṇam - উচ্চারণ স্থান অধ্যায়)

সূত্র সংখ্যা	সংস্কৃত সূত্র (বাংলা লিপি)	বাংলা অর্থ (Meaning)
১.২	অকুহবিসর্জনীয়াঃ কণ্ঠ্যাঃ ।	অ, আ, ক, খ, গ, ঘ, ঙ, হ্ এবং বিসর্গ (ঃ) হলো কণ্ঠ্য (গলা থেকে উচ্চারিত)।
১.৩	হবিসর্জনীয়াউরস্যাবেকেশাম্ ।	কিছু আচার্যের মতে, হ্ এবং বিসর্গ উরস্য (বক্ষ/বুক থেকে উচ্চারিত) বটে।
১.৪	জিহ্বামূলীয়ো জিহ্ব্যঃ ।	জিহ্বামূলীয় হলো জিহ্ব্য (জিহ্বার মূল থেকে উচ্চারিত)।
১.৫	কবর্গাবর্ণানুস্বারজিহ্বামূলীয়া জিহ্ব্যা একেশাম্ ।	কিছু আচার্যের মতে, ক বর্গ, অ বর্ণ, অনুস্বার এবং জিহ্বামূলীয়ও জিহ্ব্য।
১.৬	সর্বমুখস্থানমবর্ণমিত্যেকে ।	কেউ কেউ অ বর্ণকে সর্বমুখস্থান (সম্পূর্ণ মুখ থেকে উচ্চারিত) বলে মনে করেন।
১.৮	ইচ্যুশাস্ত্রালব্যঃ ।	ই, ঈ, চ, ছ, জ, ঝ, ঞ, য় এবং শ্ হলো তালব্য (তালু থেকে উচ্চারিত)।
১.৯	ঋটুরষা মূর্ধন্যাঃ ।	ঋ, ঋ, ট, ঠ, ড, ঢ, ণ, ন্ এবং ষ্ হলো মূর্ধন্য (মূর্ধা - শক্ত তালু থেকে উচ্চারিত)।
১.১০	রেফো দন্তমূলীয় একেশাম্ ।	কিছু আচার্যের মতে, র্ হলো দন্তমূলীয় (দাঁতের মাড়ি থেকে উচ্চারিত)।
১.১২	ঐতুলসা দন্ত্যঃ ।	ঐ, ত, থ, দ, ধ, ন, ল্ এবং স্ হলো দন্ত্য (দাঁত থেকে উচ্চারিত)।
১.১৩	বকারো দন্তৌষ্ঠ্যঃ ।	ব কার হলো দন্তৌষ্ঠ্য (দাঁত ও ঠোঁট থেকে উচ্চারিত)।

১.১৫	উপ্প্রাণীয়া ঔষ্ঠ্যাঃ ।	উ, উ, প, ফ, ব, ভ, ম এবং উপপ্রাণ aan ীয় হলো ঔষ্ঠ্য (ঠোঁট থেকে উচ্চারিত)।
১.১৬	অনুস্বারযমা নাসিক্যাঃ ।	অনুস্বার এবং যম হলো নাসিক্য (নাক থেকে উচ্চারিত)।
১.১৭	কণ্ঠ্যনাসিক্যমনুস্বারমেক ।	কেউ কেউ অনুস্বারকে কণ্ঠ্যনাসিক্য বলে মনে করেন।
১.১৯	এ ঐ কণ্ঠতালব্যৌ ।	এ এবং ঐ হলো কণ্ঠতালব্য (গলা ও তালু থেকে উচ্চারিত)।
১.২০	ও ঔ কণ্ঠৌষ্ঠ্যাঃ ।	ও এবং ঔ হলো কণ্ঠৌষ্ঠ্য (গলা ও ঠোঁট থেকে উচ্চারিত)।
১.২১	ঔপ্রণনমাঃ স্বস্থাননাসিকাস্থানাঃ ।	ঔ, ঐ, ণ, ন, ম তাদের নিজেদের স্থান সহ নাসিকাস্থান (নাক)-ও ব্যবহার করে।
১.২২	দ্বিৰ্ণানি সন্ধ্যাঙ্করাণি ।	সন্ধ্যাঙ্কর (এ, ঐ, ও, ঔ) দুটি বর্ণ দিয়ে তৈরি।
১.২৩	সরেফ ঋবর্ণঃ ।	ঋ বর্ণটি র (রেফ)-এর সঙ্গে উচ্চারিত হয়।
১.২৫	এবমেতানি স্থা নানি ।	এইভাবে এই স্থান (উচ্চারণ স্থান)-এর বর্ণনা শেষ হলো।

॥ ২. করণপ্রকরণম্ ॥ (Karaṇa-Prakaraṇam - উচ্চারণক অঙ্গ অধ্যায়)

সূত্র সংখ্যা	সংস্কৃত সূত্র (বাংলা লিপি)	বাংলা অর্থ (Meaning)
২.২	জিহ্ব্যতালব্যমূর্ধন্যদন্ত্যানাং জিহ্বা করণম্ ।	জিহ্ব্য, তালব্য, মূর্ধন্য এবং দন্ত্য বর্ণগুলির জন্য জিহ্বা (জিভ) হলো করণ (উচ্চারণক অঙ্গ)।

২.৩	জিহ্বামূলেণ জিহ্বানাম্ ।	জিহ্বা বর্ণগুলির জন্য জিহ্বামূল (জিভের গোড়া)।
২.৪	জিহ্বামধ্যেণ তালব্যানাম্ ।	তালব্য বর্ণগুলির জন্য জিহ্বামধ্য (জিভের মধ্যভাগ)।
২.৫	জিহ্বাপাগ্ৰেণ মূৰ্দ্ধন্যানাম্ ।	মূৰ্দ্ধন্য বর্ণগুলির জন্য জিভের উপ-অগ্রভাগ (ডগার কাছাকাছি অংশ)।
২.৭	জিহ্বাগ্ৰেণ দন্ত্যানাম্ ।	দন্ত্য বর্ণগুলির জন্য জিহ্বাগ্র (জিভের ডগা)।
২.৮	শেষাঃ স্বস্থানকরণাঃ ।	বাকি বর্ণগুলি তাদের নিজেদের স্থানকে নিজেই করণ হিসেবে ব্যবহার করে।

॥ ৩. অন্তঃপ্রযত্নপ্রকরণম্ ॥ (Antah-Prayatna-Prakaraṇam - আভ্যন্তরীণ চেষ্টা অধ্যায়)

সূত্র সংখ্যা	সংস্কৃত সূত্র (বাংলা লিপি)	বাংলা অর্থ (Meaning)
৩.১	প্রযত্নোপি দ্বিবিধঃ ।	প্রযত্ন দুই প্রকার।
৩.২	আভ্যন্তরো বাহ্যশ্চ ।	আভ্যন্তর এবং বাহ্য।
৩.৪	স্পৃষ্টকরণাঃ স্পর্শাঃ ।	করণ (উচ্চারক অঙ্গ) সম্পূর্ণ স্পর্শ করলে, সেই বর্ণগুলি স্পর্শ (ক থেকে ম পর্যন্ত) নামে পরিচিত।
৩.৫	ঐষৎস্পৃষ্টকরণাঃ অন্তস্থাঃ ।	করণ সামান্য স্পর্শ করলে, সেই বর্ণগুলি অন্তস্থাঃ (য, র, ল, ব) নামে পরিচিত।
৩.৬	ঐষদ্বিবৃত্তকরণা উল্লাগাঃ ।	করণ সামান্য খোলা থাকলে, সেই বর্ণগুলি উল্লাগাঃ (শ, ষ, স, হ) নামে পরিচিত।
৩.৮	বিবৃত্তকরণাঃ স্বরাঃ ।	করণ সম্পূর্ণ খোলা থাকলে, সেই বর্ণগুলি স্বর নামে পরিচিত।

৩.৯	তেভ্য এ ও বিবৃততরৌ ।	সেই স্বরগুলির মধ্যে এ এবং ও অধিক বিবৃত (খোলা)।
৩.১০	তাভ্যামৈ ঔ ।	তাদের (এ ও ও) থেকেও ঔ এবং ঔ অধিক বিবৃত।
৩.১১	তাভ্যামপ্যাকারঃ ।	তাদের (ঐ ও ঔ) থেকেও আকার (আ) অধিক বিবৃত।
৩.১২	সংবৃত্তস্বকারঃ ।	অকার (অ) হলো সংবৃত্ত (বন্ধ)।

॥ ৪. বাহ্যপ্রযত্নপ্রকরণম্ ॥ (Bāhya-Prayatna-Prakaraṇam - বাহ্যিক চেষ্টা অধ্যায়)

সূত্র সংখ্যা	সংস্কৃত সূত্র (বাংলা লিপি)	বাংলা অর্থ (Meaning)
৪.২	বর্গাণাং প্রথমদ্বিতীয়াঃ শষসবিসর্জনীয়জিহ্বামূলীয়োপস্থানীয়া যমৌ চ । প্রথমদ্বিতীয়ৌ বিবৃতকণ্ঠাঃ শ্বা সানুপ্রদানা অঘোষাঃ ।	বর্গের প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ণ, শ, ষ, স, বিসর্গ এবং যম (প্রথম ও দ্বিতীয়) — এগুলি বিবৃতকণ্ঠ (গলা খোলা), শ্বাসানুপ্রদান (শ্বাসের প্রাধান্য) এবং অঘোষ (ঘোষহীন)।
৪.৩	বর্গযমানাং প্রথমা অল্পপ্রাণা ইতরে সর্বে মহাপ্রাণাঃ ।	বর্গ ও যমগুলির প্রথম বর্ণ অল্পপ্রাণ, অন্য সবগুলি (বর্গের দ্বিতীয়) মহাপ্রাণ।
৪.৪	বর্গাণাং তৃতীয়চতুর্থা অন্তঃশ্বা হকারানুস্বারৌ যমৌ চ তৃতীয়চতুর্থৌ নাসিক্যাচ্চ সংবৃতকণ্ঠা নাদানুপ্রদানা ঘোষবন্তশ্চ ।	বর্গের তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ণ, অন্তঃশ্বা, হকার, অনুস্বার, যম (তৃতীয় ও চতুর্থ) এবং নাসিক্যা (বর্গের পঞ্চম) — এগুলি সংবৃতকণ্ঠ (গলা সংকুচিত), নাদানুপ্রদান (ধ্বনির প্রাধান্য) এবং ঘোষবন্তঃ (ঘোষযুক্ত)।
৪.৫	বর্গযমানাং তৃতীয়া অন্তঃশ্বাচ্চাল্প্রাণা ইতরে সর্বে মহাপ্রাণাঃ ।	বর্গ ও যমগুলির তৃতীয় বর্ণ এবং অন্তঃশ্বা হলো অল্পপ্রাণ, আর অন্য সবগুলি (বর্গের চতুর্থ) মহাপ্রাণ।

৪.৬	যথা তৃতীয়াস্থথা পঞ্চমাঃ ।	যেমন তৃতীয় বর্ণগুলি, ঠিক তেমনই পঞ্চম বর্ণগুলিও হয় (ঘোষবন্ত ও অল্পপ্রাণ)।
৪.৭	আনুনাসিক্যমেষামধিকো গুণঃ ।	এই পঞ্চম বর্ণগুলির একটি অতিরিক্ত গুণ হলো আনুনাসিক্য (নাসিক্য ধ্বনি)।
৪.৮	ক্যা দয়ো ম্যা বস্যা ন্যাঃ স্পর্শাঃ ।	ক ইত্যাদি থেকে ম পর্যন্ত বর্ণগুলি হলো স্পর্শ।
৪.৯	য্যা দয়োহন্তস্বাঃ ।	য ইত্যাদি হলো অন্তঃস্ব।
৪.১০	শ্যা দয় উল্লাগঃ ।	শ ইত্যাদি হলো উল্লাগঃ।
৪.১১	সস্থানে ন দ্বিতীয়াঃ ।	দ্বিতীয় বর্ণগুলি (খ, ছ, ঠ, থ, ফ) স (শ/ষ/স)-এর সাথে উচ্চারিত হয়।
৪.১২	হকারেণ চতুর্থাঃ ।	চতুর্থ বর্ণগুলি (ঘ, ঝ, ঢ, ধ, ভ) হকার-এর সাথে উচ্চারিত হয়।
৪.১৩	ইত্যেষ বাহ্যঃ প্রযত্নঃ ।	এই হলো এইভাবে বাহ্য প্রযত্ন।

॥ ৫. স্থানপীড়নপ্রকরণম্ ॥ (Sthāna-Pīḍana-Prakaraṇam - স্থানকে পীড়ন করার পদ্ধতি)

সূত্র সংখ্যা	সংস্কৃত সূত্র (বাংলা লিপি)	বাংলা অর্থ (Meaning)
৫.১	তত্র স্পর্শমবর্ণকারো বায়ুরয়ঃপিণ্ডবৎ স্থানমভিপীড়য়তি ।	স্পর্শ এবং যম বর্ণগুলি তৈরি করার জন্য বায়ু লোহার পিণ্ডের মতো স্থানকে প্রবলভাবে চাপ দেয়।
৫.২	অন্তঃস্ববর্ণকারো বায়ুর্দ্যারুপীণ্ডবৎ ।	অন্তঃস্ব বর্ণগুলি তৈরি করার জন্য বায়ু কার্টের পিণ্ডের মতো চাপ দেয়।

৫.৩	উল্লস্বরবর্ণকারো বায়ুরুণিপিণ্ডবৎ ।	উল্ল এবং স্বর বর্ণগুলি তৈরি করার জন্য বায়ু পশমের পিণ্ডের মতো (সবচেয়ে মৃদু) চাপ দেয়।
-----	-------------------------------------	--

॥ ৬. বৃত্তিকারপ্রকরণম্ ॥ (Vṛttikāra-Prakaraṇam - ভাষ্যকারদের বর্ণনা)

সূত্র সংখ্যা	সংস্কৃত সূত্র (বাংলা লিপি)	বাংলা অর্থ (Meaning)
৬.১	এবং ব্যাখ্যানে বৃত্তিকারাঃ পঠন্তি - অষ্টাদশপ্রভেদমবর্ণকুলমিতি । তৎকথমা উক্তম্ -	এই ব্যাখ্যার ভিত্তিতে ভাষ্যকারেরা বলেন - অ বর্ণ আঠারো প্রকারের। তা কীভাবে বলা হলো?
৬.২	হ্রস্বদীর্ঘক্লতষাষ্টি ত্রৈস্বর্যোপনয়েন চ । আনুনাসিক্যভেদাষ্টি সঙ্খ্যায়া তোহষ্টাদশা স্লকঃ । ইতি ।	হ্রস্ব, দীর্ঘ, ক্লত (৩ প্রকার মাত্রা), উদাত্তা, অনুদাত্তা, স্বরিত (৩ প্রকার স্বর) এবং আ নুনাসিক্য (২ প্রকার) ভেদের কারণে এর সংখ্যা আঠারো হয় (৩×৩×২ = ১৮)।
৬.৩	এবমিবর্ণাদয়ঃ ।	ই বর্ণ ইত্যাদিও (ই, উ, ঋ) একইরকম আঠারো প্রকারের।
৬.৪	৯বর্ণস্য দীর্ঘা ন সন্তি ।	৯ বর্ণের দীর্ঘ রূপ নেই।
৬.৫	তৎ দ্বাদশপ্রভেদমাচক্ষতে ।	তাই এটিকে বারো প্রকারের (হ্রস্ব ও ক্লত: ২×৩×২ = ১২) বলা হয়।
৬.৭	সঙ্খ্যাঙ্করাণাং হ্রস্বা ন সন্তি ।	সঙ্খ্যাঙ্কর (এ, ঐ, ও, ঔ)-এর হ্রস্ব রূপ নেই।
৬.৮	তা ন্যপি দ্বাদশপ্রভেদা নি ।	তাই সেগুলিও বারো প্রকারের (দীর্ঘ ও ক্লত: ২×৩×২ = ১২)।
৬.১৩	বর্গো বর্গেণ সর্বণঃ ।	বর্গীয় বর্ণগুলি (স্পর্শ বর্ণ) নিজেদের বর্গীয় বর্ণগুলির সঙ্গে সর্বর্ণ হয়।

॥ ৭. প্রক্রমপ্রকরণম্ ॥ (Prakrama-Prakaraṇam - প্রক্রিয়া অধ্যায়)

সূত্র সংখ্যা	সংস্কৃত সূত্র (বাংলা লিপি)	বাংলা অর্থ (Meaning)
৭.৩	ইহ যত্র স্থানে বর্ণা উপলভ্যন্তে ত ৎস্থানম্ ।	যেখানে বর্ণগুলি উপলব্ধ হয়, তা হলো স্থান।
৭.৪	যেন নিকৃৎস্তে ত ৎকরণম্ ।	যার দ্বারা (বর্ণ) নিষ্পাদিত হয়, তা হলো করণ।
৭.৫	প্রযতনং প্রযত্নঃ ।	যে চেষ্টা (Effort) করা হয়, তা হলো প্রযত্ন।
৭.৬	উৎসাহঃ প্রযত্নঃ ।	উৎসাহ বা উদ্যমই হলো প্রযত্ন।

॥ ৮. নাভিতলপ্রকরণম্ ॥ (Nābhitāla-Prakaraṇam - নাভি অঞ্চল অধ্যায়)

সূত্র সংখ্যা	সংস্কৃত সূত্র (বাংলা লিপি)	বাংলা অর্থ (Meaning)
৮.১	তত্র নাভিপ্রদেশাৎ যন্ত্রপ্রেরিতঃ প্রাণো নাভিবায়ুরুর্দ্ধমাক্রামন্তুর আ দীনাং স্থা ন্যা নামন্যতমস্মিনস্থানে যন্তেন ব্রিধার্যতে । ব্রিধার্যমাণঃ সোপি ত ৎ স্থা না নি ব্রিহন্তি । তস্মা ৎ স্থা নাভিঘা তাদ্ ধ্বনিরুৎপদ্যত আকাশ , সা বর্ণশ্রুতিঃ । স বর্ণস্য স্ত্রীলাভঃ ।	নাভিপ্রদেশ থেকে প্রযত্ন দ্বারা প্রেরিত প্রাণ নামক বায়ু ওপরে উঠে উরঃ ইত্যাদি স্থানগুলির যেকোনো একটিতে ধরে রাখা হয়। সেই বায়ু স্থানকে আঘাত করে, ফলে আকাশে ধ্বনি উৎপন্ন হয়— সেটিই বর্ণশ্রুতি এবং বর্ণের স্ত্রীলাভ।
৮.২	তত্র বর্ণানামুৎপদ্যমানে যদা স্থা নকরণপ্রযত্নপর্যন্তং পরস্পরং স্পৃশতি সা স্পৃষ্টতা ।	বর্ণ উৎপাদনের সময় যখন স্থান, করণ এবং প্রযত্নগুলি পরস্পরকে স্পর্শ করে, তা হলো স্পৃষ্টতা।
৮.৩	যদেষ ৎ স্পৃশতি সা ঈষৎস্পৃষ্টতা ।	যখন সামান্য স্পর্শ করে, তা হলো ঈষৎস্পৃষ্টতা।
৮.৪	যদা দূরেণ স্পৃশতি সা বিবৃতা ।	যখন দূর থেকে স্পর্শ করে, তা হলো বিবৃতা।

৮.৫	যদা স্যামীপ্যেন স্পৃশতি স্যা সংবৃত্তা ।	যখন নিকট থেকে স্পর্শ করে, তা হলো সংবৃত্তা।
৮.৭	অথ বাহ্যঃ প্রযত্নঃ ।	এবার বাহ্য প্রযত্ন নিয়ে আলোচনা করা যাক।
৮.৮	স এর ইদ্যা নীং প্রাণো ন্যা ভিব্যায়ুরুর্ধ্বমাক্রম্য মুন্দির্গ্ধ প্রতিহতে নিবৃত্তঃ তদ্যা কোষঠ সেহন্যমানে গলবিলস্য সংবৃত্ত্বা ৎসংবারো নাম বর্ণধর্মঃ জা য়তে রিবৃত্ত্বা দ্বিব রঃ ।	সেই প্রাণ বায়ু ওপরে উঠে মূর্ধাতে বাধা পেয়ে ফিরে এসে কোষঠ (বক্ষ ও গলনালী) কে আঘাত করলে, গলবিল বন্ধ থাকার কারণে সংবার (বন্ধ ভাব) নামক বর্ণধর্ম এবং খোলা থাকার কারণে বিবার (খোলা ভাব) উৎপন্ন হয়।
৮.১০	তত্র যদা কণ্ঠবিলং সংবৃত্ত্বং তদা নাদো জা য়তে ।	যখন কণ্ঠবিল বন্ধ থাকে, তখন নাদ (ধ্বনি) উৎপন্ন হয়।
৮.১১	রিবৃত্তে তু কণ্ঠবিলে শ্বা সোনো ন জা য়তে ।	কণ্ঠবিল খোলা থাকলে শ্বা স (নিঃশ্বাস) উৎপন্ন হয়।
৮.১৩	অন্যে শ্বা সন্যা দ্যা ন প ্রদ্যা নং ব্যঞ্জনে ন্যা দবৎ ।	অন্যেরা (বিদ্বান) ব্যঞ্জনে নাদের মতো শ্বা স ও নাদকে অনুপ্রদান বলে।
৮.১৪	তত্র যদ্যা ন্যা ভিসখলজধ্বনৌ ন্যা দোহনুপ্রদীয়তে, তদ্যা ন্যা দধ্বনিসংসর্গ্যা দ্ ঘোষো জা য়তে ।	যখন নাভি অঞ্চল থেকে উৎপন্ন ধ্বনিতে নাদ যুক্ত হয়, তখন নাদ ও ধ্বনির মিশ্রণে ঘোষ উৎপন্ন হয়।
৮.১৫	যদ্যা শ্বা সোনো ন প ্রদীয়তে তদ্যা শ্বা সধ্বনিসংসর্গ্যা দ্ অঘোষো জা য়তে ।	যখন শ্বা স যুক্ত হয়, তখন শ্যা স ও ধ্বনির মিশ্রণে অঘোষ উৎপন্ন হয়।
৮.১৭	মহতি বায়ৌ মহাপ্রাণঃ ।	বেশি বায়ু থাকলে মহাপ্রাণ হয়।
৮.১৮	অল্পে বায়ৌ বল্পপ্রাণঃ ।	কম বায়ু থাকলে অল্পপ্রাণ হয়।

৮.২১	তত্র যদ্যা নুসারিপ্রযল্লস্তীত্রো ভবতি, তদ্যা গ্যা গ্রা গাং নিগ্রহঃ, কণ্ঠবিলস্য চা ব্লহঃ স্বরস্য চ বায়োস্তীত্রগতি ৎব্যা দ্ রৌক্ষ্যং ভবতি তমুদ্যা তম্যা চক্ষতে ।	যখন প্রচেষ্টা তীব্র হয়, তখন শরীরের সংকোচন, কণ্ঠবিলের ক্ষুদ্রতা এবং বায়ুর দ্রুত গতির কারণে স্বরের কর্কশতা হয়, তাকে উদাত্তা বলা হয়।
৮.২২	যদ্যা মন্দঃ প্রযল্লো ভবতি, তদ্যা গ্যা গ্রা গাং প্রসল্লহঃ কণ্ঠবিলস্য চ বহঃ স্বরস্য চ বায়োর্মন্দগতি ৎব্যা দ্ স্নিগ্ধতা ভবতি । তমনুদ্যা তুতম্যা চক্ষতে ।	যখন প্রচেষ্টা মৃদু হয়, তখন শরীরের শিথিলতা, কণ্ঠবিলের বৃহৎতা এবং বায়ুর ধীর গতির কারণে স্বরের কোমলতা হয়, তাকে অনুদাত্তা বলা হয়।
৮.২৩	উদ্যা ত্তা ন দ্যা ত্ততসল্লি কর্ষা ৎ স্বরিত ইতি ।	উদাত্তা ও অনুদাত্তা স্বরের মিলন থেকে স্বরিত উৎপন্ন হয়।
৮.২৪	অষ্টৌ শ্বা না নি বর্ণানামুরঃ কণ্ঠঃ শিরস্থখ্যা । জিহ্বামূলং চ দন্ত্য শ্চ নাসিকোষঠৌ চ ত্যা লু চ ।	বর্ণগুলির আটটি স্থান হলো: উরঃ (বুক), কণ্ঠ (গলা), শিরঃ (মাথা/মূর্ধা), জিহ্বামূল, দন্ত, নাসিকা, ওষ্ঠ (ঠোঁট) এবং তালু।
৮.২৯	স্পৃষ্টব্রহ্মীষৎস্পৃষ্টব্রঃ সংবৃত্ত্বং তথৈব চ । বিবৃত্ত্বং চ বর্ণানামন্তঃকরণমুচ্যতে ।	স্পৃষ্টতা, ঈষৎস্পৃষ্টতা, সংবৃত্ততা এবং বিবৃত্ততা বর্ণগুলির আভ্যন্তরীণ করণ (প্রক্রিয়া) বলে অভিহিত হয়।
৮.৩০	ক্যালো বিবারসংব্যারৌ শ্বা সন্যা দ্যা বঘোষত্যা । ঘোষোহল্লপ্রাগত্যা চৈব মহাপ্রাগঃ স্বরাশ্রয়ঃ ।	কাল (হ্রস্ব/দীর্ঘ), বিবার, সংবার, শ্বা স, নাদ, অঘোষতা, ঘোষ, অল্লপ্রাগতা, মহাপ্রাগ এবং তিনটি স্বর।
৮.৩১	বাহ্যং করণমাহস্ত্যা ন্ বর্ণানাং বর্ণরেদিনঃ ।	বর্ণবেত্তা পণ্ডিতগণ এগুলিকেই বর্ণের বাহ্য করণ (বাহ্য প্রযন্ত্র) বলে থাকেন।